International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(2): 158-160
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 25-03-2026
Accepted: 03-04-2026
Publish : 04-04-2026

Mayna Lokshman
Department of Sanskrit,
Jadavpur University,
Kolkata, West Bengal, India

Correspondence:
Mayna Lokshman
Department of Sanskrit,
Jadavpur University,
Kolkata, West Bengal, India

নাট্যতত্ত্বের আলোকে স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকে নায়ক বিচার

Mayna Lokshman

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19446481

Abstract –

নটে রূপের আরোপ হেতু নাট্যকে রূপক বলা হয়। ভরত প্রভৃতি আলংকারিকগণ তাদের নাট্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে দশপ্রকার রূপকের কথা বলেছেন। এই দশপ্রকার রূপকের মধ্যে প্রথম হল নাটক। রূপকসমূহের ভেদক ধর্মগুলি হল- বিষয়বস্তু, নায়ক বা নেতা, রস। নাটক প্রভৃতি রূপকের ক্ষেত্রে এই তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত নাটক অভিনয়ের ব্যবহারিক দিকটি আমাদের আকর্ষিত করে কিন্তু ব্যবহারিক রূপের অন্তরালে তাত্ত্বিক দিক বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাটক হল কালিদাস পূর্বসময়ের কবি ভাস বিরচিত স্বপ্নবাসবদত্তম্। রাজা উদয়ন ও বাসবদত্তার প্রণয় কাহিনী এই নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়। এছাড়া রাজনৈতিক বিষয়ও এই নাটকে স্থান পেয়েছে। এই নাটকে নায়ক চরিত্র হল উদয়ন। শৌর্যসম্পন্ন, গুণবান, প্রজারঞ্জক, ও দর্শনীয় নৃপতি উদয়ন। নাট্যতত্ত্ব অনুসারে নায়ককে কেন্দ্র করে নাটকের মুখ্য ঘটনা পরিচালিত হয়, স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকেও উদয়নকে কেন্দ্র করে মুখ্য কাহিনী প্রবাহিত হয়েছে। নায়কোচিত প্রায় সকল গুণ তার মধ্যে বিদ্যমান। ধীরললিত ও ধীরোদাত্ত শ্রেণীর নায়ক উদয়ন। ভাস তার স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকে উদয়ন চরিত্রটিকে লোকানুবর্তী করে অঙ্কন করেছেন। এককথায় নাট্যতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকে নায়ক হিসেবে রাজা উদয়নের গুণসমূহের বিস্তরে আলোচনা হল এই গবেষণা প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়।

Keywords -

নাট্যতত্ত্ব, নায়ক, ভাস, স্বপ্নবাসবদত্তম্, উদয়ন

Introduction -

"न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।
न स योगो न तत् कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते॥"[1]

অর্থাৎ শাস্ত্র, শিল্প, বিদ্যা, কলা, যোগ, কর্ম সবকিছুতেই নাটক বিদ্যমান। নাট্যতত্ত্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ হল ভরতমুনি বিরচিত নাট্যশাস্ত্র। পরবর্তীকালে আলংকারিকগণ নাট্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। রূপের আরোপ হেতু নাট্যকে রূপক বলা হয়। নাট্যতত্ত্বে উল্লিখিত দশপ্রকার রূপকের মধ্যে প্রথম হল নাটক। ধনঞ্জয়ের দশরূপক গ্রন্থের প্রথম প্রকাশে বলা হয়েছে- **" वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः।"**[2] অর্থাৎ, বিষয়বস্তু, নায়ক ও রসের কারণে রূপকসমূহ পরস্পরের থেকে আলাদা হয়। তাই নাটক বা অন্যান্য রূপকের ক্ষেত্রে এই তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার এই প্রবন্ধের বিষয় যেহেতু স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকের নায়ক বিচার, তাই রূপকসমূহের দ্বিতীয় ভেদক নায়ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। কালিদাস পূর্ব সময়ের কবি ভাস বিরচিত তেরোটি নাটকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক হল স্বপ্নবাসবদত্তম্। নায়ক উদয়ন স্বপ্নে বাসবদত্তাকে দর্শন করেছিলেন বলে এই নাটকের নামকরণ হয়েছে স্বপ্নবাসবদত্তা। নাটকপদের বিশেষণ হওয়ার কারণে স্বপ্নবাসবদত্তম্ হয়েছে। প্রচলিত লোকবৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটক ছয় অঙ্কে বিভক্ত। এই নাটকের নায়ক উদয়ন ও নায়িকা বাসবদত্তা। করুণ, বীর প্রভৃতি অঙ্গরস হলেও মূল রস হল শৃঙ্গার রস। উদয়ন ও বাসবদত্তার প্রণয় কাহিনী স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়। পুরো নাটক জুড়ে বিরহ প্রকাশিত হলেও ষষ্ঠ অঙ্কে উদয়ন ও বাসবদত্তার পুনর্মিলন দেখানো হয়েছে। তাই এই নাটককে মিলনাঙ্ক নাটকও বলা যেতে পারে। নায়ক হল নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, কারণ নায়ক ছাড়া নাটকের মুখ্য ফললাভ সম্ভব নয়। নাট্যতাত্ত্বিক দিক থেকে স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকের নায়ক উদয়নের গুণ বিচার এই গবেষণা প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়।

Objectives –

আমার এই গবেষণা প্রবন্ধ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি হল –

- নাট্যতত্ত্ব অনুসারে নায়কের লক্ষণ বিশ্লেষণ করা।

- নাট্যতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকের নায়ক উদয়নের চরিত্র বর্ণনা করা।
- স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকে নায়ক চরিত্রের তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠক সমাজের উপকার সাধন করা।

Methodology –

গবেষণা প্রবন্ধ রচনার অনেক প্রকার কার্যপ্রণালী রয়েছে। যেমন – তাত্ত্বিক কার্যপ্রণালী, বিশ্লেষণাত্মক কার্যপ্রণালী, তুলনামূলক কার্যপ্রণালী, সামান্য অধ্যয়নমূলক কার্যপ্রণালী, বিবৃতিমূলক কার্যপ্রণালী, আলোচনাত্মক কার্যপ্রণালী প্রভৃতি। আমার এই গবেষণা প্রবন্ধে তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক কার্যপ্রণালী অনুসরণ করা হয়েছে।

নাটকে অনেক ব্যক্তির মধ্যে যাকে কেন্দ্র করে মুখ্য ঘটনা পরিচালিত হয় ও অনেক ঘাত, প্রতিঘাত অতিক্রম করে যে ব্যক্তি মুখ্য ফললাভ করে তাকে নায়ক বলা হয়। যার ফলে অধিকার আছে অর্থাৎ ফলাধিকারী ব্যক্তি হল নায়ক বা নেতা। স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকে নায়ক উদয়ন কর্তৃক শত্রু আরুণিকে পরাজিত করে বৎসরাজ্য লাভ ও বাসবদত্তার সঙ্গে পুনর্মিলনকে আমরা মুখ্য ফললাভ বলতে পারি। নাট্যতত্ত্ব অনুসারে নায়ক বিনয়ী, সুন্দরদর্শনযুক্ত, ত্যাগী অর্থাৎ দানপ্রিয়, কর্মনিপুণ, প্রিয়ভাষী, জনপ্রিয়, চরিত্রবান, বাগ্মী, প্রসিদ্ধ বংশজাত, স্থিরতাগুণসম্পন্ন, যুবক, এছাড়াও বুদ্ধিসম্পন্ন, উৎসাহী, স্মৃতিমান, প্রজ্ঞাবান, বিভিন্ন কলায় পারদর্শী, বীর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তেজস্বী, জ্ঞানী ও ধার্মিক হবেন-

"নেতা বিনীতো মধুরস্ত্যাগী দক্ষঃ প্রিয়ংবদঃ।
রক্তলোকঃ শুচির্বাগ্মী রূঢবংশঃ স্থিরো যুবা॥"[3]
"বুদ্ধ্যুৎসাহস্মৃতিপ্রজ্ঞাকলামানসমন্বিত।
শূরো দৃঢশ্চ তেজস্বী শাস্ত্রচক্ষুশ্চ ধার্মিকঃ॥"[4]

এই সকল গুণই প্রায় নায়ক উদয়নের মধ্যে বিদ্যমান। যেমন পদ্মাবতী, বিদূষক ও মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের সঙ্গে কথোপকথন সময়ে উদয়নের বিনম্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাজা উদয়ন যে সুদর্শন ও যুবক ছিলেন তা দ্বিতীয় অঙ্কে বাসবদত্তার উক্তি থেকে জানতে পারি। উদয়ন বাসবদত্তার প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হলেও রাজ্যরক্ষার জন্য পদ্মাবতীকে বিবাহ করেছিলেন এর মাধ্যমে তার ত্যাগের পরিচয় পায়। তিনি একজন নিপুণ বীণাবাদক ছিলেন ও প্রসিদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাসবদত্তার শোকে কাতর উদয়নকে মন্ত্রীরা অন্যত্র নিয়ে গেলে লাবাণক গ্রাম চন্দ্রনক্ষত্রবিহীন আকাশের ন্যায় শূন্য হয়ে পড়েছিল এর দ্বারা তার জনপ্রিয়তা ফুটে ওঠে। এছাড়াও রাজা উদয়ন চরিত্রবান, বীর, প্রজ্ঞাবান, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। চতুর্থ অঙ্কে মগধরাজ দর্শকের মুখে উদয়নের প্রতি অতিথি সৎকারের কথা শুনে প্রশংসা করে উদয়ন বলেছেন, পৃথিবীতে প্রায়শই ভালো গুণের কর্তা দেখা যায় কিন্তু সেই গুণকে সমাদর করে এইরকম ব্যক্তি দুর্লভ -

"গুণানাং বা বিশালানাং সত্কারাণাং চ নিত্যশঃ।
কর্তারঃ সুলভা লোকে বিজ্ঞাতারস্তু দুর্লভাঃ॥"[5]

এই উক্তির মাধ্যমে রাজা উদয়নের শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চম অঙ্কের শেষে শত্রু আরুণির বিরুদ্ধে মহারাজ দর্শক ও সসৈন্য সহ রাজা উদয়ন যুদ্ধযাত্রা করেন এবং শত্রু আরুণিকে পরাজিত করে যুদ্ধে জয়ী হয়ে বৎসরাজ্য লাভ করে, এর মাধ্যমে তার বীরত্বের দর্শন মেলে।

রূপকসমূহের একটি ভেদক ধর্ম হল নেতা বা নায়ক, তাই নাটকে নায়কের ভূমিকা অনেকখানি তাৎপর্যপূণ। নাট্যতত্ত্বের গ্রন্থগুলিতে সাধারণ গুণ সমূহের ভিত্তিতে নায়ককে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে- ধীরোদ্ধত নায়ক, ধীরললিত নায়ক, ধীরোদাত্ত নায়ক, ধীরপ্রশান্ত নায়ক-

"মধ্যোত্তমায়াং প্রকৃতৌ নানালক্ষণলক্ষিতাঃ।
ধীরোদ্ধতা ধীরললিতা ধীরোদাত্তাস্তথৈব চ॥"[6]
"ধীরোপ্রশান্তকাশ্চৈব নায়কাঃ পরিকীর্তিতাঃ।"[7]

স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকে উদয়নের মধ্যে ধীরললিত ও ধীরদাত্ত নায়কের বৈশিষ্ট্যসমূহ অনেকাংশেই লক্ষ্য করা যায়।

যিনি নিশ্চিন্তে থাকেন, নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রভৃতি কলায় পারদর্শী, সুখী, মৃদু স্বভাবযুক্ত, তিনি হবেন ধীরললিত নায়ক-

"নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ কলাসক্তঃ সুখী মৃদু ঃ॥"[8]

যার শোক, ক্রোধ প্রভৃতি দূরীভূত হয়েছে, গম্ভীর ভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, আত্মপ্রচার করেন না, স্থির, অহঙ্কার বিমুখ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি হবেন ধীরোদাত্ত নায়ক-

"মহাসত্ত্বোঽতিগম্ভীরঃ ক্ষমাবানবিকত্থনঃ॥"[9]
"স্থিরো নিগূঢাঽহঙ্কারো ধীরোদাত্তো দৃঢব্রতঃ।"[10]

স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকে উদয়ন রাজা হলেও রাজ্যরক্ষার বেশিরভাগ দায়িত্বই পালন করেছে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ। উদয়ন কে প্রেমিকরূপে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়। বাসবদত্তার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এই মিথ্যা সংবাদ শুনে কাতর হয়ে রাজ্যের কথা না ভেবে নিশ্চিন্তে থেকেছেন। তিনি একজন বীণাবাদক ও সংগীতজ্ঞ হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। রাজা উদয়ন বাসবদত্তার বিরহে উৎকণ্ঠিত হলেও পদ্মাবতীর সঙ্গে সর্বদা বিনম্রভাবে বার্তালাপ করেছেন। পদ্মাবতী যাতে কষ্ট অনুভব করে এমন কথা তিনি বলেননি। রাজা উদয়নের সবচেয়ে বড়ো গুণ হল ক্ষমাশীলতা। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মন্ত্রী যৌগন্ধারায়ণ ও বাসবদত্তার মৃত্যু হয়েছে এই মিথ্যা সংবাদ শুনে উদয়ন পত্নী বিরহে কাতর হলেও ষষ্ঠ অঙ্কে সব ঘটনা জেনে ক্রুদ্ধ না হয়ে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। নাটকের কোনো অংশে তার অহংকার প্রকাশ পায়নি। বাসবদত্তার প্রতি তার অনুরাগ বদ্ধমূল ছিল। নাট্যকার ভাস উদয়নকে অনেকক্ষেত্রেই ধীরললিত নায়করূপে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকে চরিত্রের থেকে বেশি কাহিনীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তাই নায়ক উদয়ন চরিত্রটি অধিকাংশেই ঘটনা প্রবাহের দ্বারা পরিচালিত। রাজা উদয়ন নায়ক হিসেবে যথেষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন হলেও তার রাজনৈতিক কার্যের তেমন বিবরণ পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র পঞ্চম অঙ্কের শেষে শত্রু আরুণির বিরুদ্ধে তার যুদ্ধযাত্রার কথা জানতে পারি। নাটকের প্রথমদিকে তাকে রাজ্যচ্যুত নৃপতিরূপে দেখা যায়। উদয়ন যে প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন তা প্রথম অঙ্কে ব্রহ্মচারীর উক্তি থেকে জানা যায় - **"ততো নিষ্কান্তে রাজনি প্রোষিতনক্ষত্রচন্দ্রমিব নভোঽরমণীয়ঃ সংবৃত্তঃ স গ্রামঃ।"**[11] অর্থাৎ, রাজা উদয়ন লাবাণক গ্রাম ত্যাগ করলে সেই গ্রাম চন্দ্র ও নক্ষত্র বিহীন

আকাশের ন্যায় শোভাহীন হয়ে পড়েছে। এর পরে পরেই তাপসীর মুখ থেকে রাজা উদয়নের গুণের পরিচয় পাওয়া যায় - **"स खलु गुणवान् नाम राजा, य आगन्तुकेनाप्यनेनैवं प्रशस्यते।"**[12] অর্থাৎ, যে রাজাকে আগন্তুক প্রশংসা করেন তিনি নিশ্চয়ই গুণবান হবেন।

ভাসের স্পপ্নবাসবদত্তম্ নাটকে রাজা উদয়নের চরিত্রের যে দিকটি সবথেকে বেশি পরিস্ফুট হয়েছে তা হল পত্নীপ্রেম। উদয়ন ছিলেন তার পত্নী বাসবদত্তার প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। পত্নী বাসবদত্তার শোকে ব্যাকুল হয়ে প্রাণ ত্যাগ করতে উদ্যত হলে মন্ত্রীগণ তাকে অনেক কষ্টে রক্ষা করেন। তিনি ক্ষণে ক্ষণে বাসবদত্তার স্মৃতিচারণা করে বিলাপ করতে থাকেন। প্রথম অঙ্কে রাজা উদয়নের বাসবদত্তার প্রতি প্রণয়াধিক্য দেখে প্রশংসা করে ব্রহ্মচারী বলেছেন–

धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्ता
भर्तृस्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा॥"[13]

অর্থাৎ, সেই স্ত্রী ধন্য যাকে স্বামী এরূপ মনে করে , পতির স্নেহের কারণে সেই পত্নী দগ্ধ হলেও যেন অদগ্ধ হয়েই রয়েছে। পরে রাজ্য রক্ষার জন্য ও মহারাজ দর্শকের অনুরোধে পদ্মাবতীকে বিবাহ করে তার রূপ ও গুণে মুগ্ধ হলেও নায়ক উদয়নের মনের মণিকোঠায় কেবল নায়িকা বাসবদত্তা বিরাজমান।

নায়ক উদয়নের মধ্যে বীর ও করুণরসের সমন্বয় দেখা যায়। উদয়নের আদর্শ তাকে মানবিক নায়কে রূপান্তরিত করেছে। উদয়নের কার্যকলাপ নাটকের ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং বীজ, বিন্দু, পতাকা প্রভৃতি অর্থপ্রকৃতির সঙ্গে সমন্বিত করে। রাজা উদয়নের রাজ্যবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা, কলাসক্ত হওয়া এই দুটি বিশেষ গুণ তাকে ধীরললিত নায়কের আখ্যা দেয়। আর ক্ষমাশীলতা, আত্মপ্রচার বিমুখতা, অহঙ্কার না করা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকা উদয়নকে ধীরোদাত্ত নায়কে রূপান্তরিত করে।

নাট্যতত্ত্বে বর্ণিত নায়কের গুণসমূহের সঙ্গে স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকের নায়ক উদয়নের চরিত্রের বিস্তর সাদৃশ্য রয়েছে। চার প্রকার নায়কের মধ্যে ধীরললিত ও ধীরোদাত্ত এই দুই শ্রেণির নায়কের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য উদয়নের মধ্যে বিদ্যমান। নাট্যতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করে ভাস বিরচিত স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকের মুখ্য চরিত্র রাজা উদয়নকে আদর্শ নায়ক বলা যায়।

Conclusion –

পরিশেষে বলা যায় যে, সংস্কৃত সাহিত্যে ছয় অঙ্কবিশিষ্ট স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটক নাট্যকার ভাসের এক অনন্য কীর্তি। তিনি এই নাটকে উদয়ন চরিত্রকে এক আদর্শ নায়কের রূপ দিয়েছেন। উদয়নকে দর্শকের কাছে লোকানুবর্তী ও মানবিক চরিত্র হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নাট্যতত্ত্ব অনুসারে নায়কোচিত প্রায় সকল গুণ তার মধ্যে বিদ্যমান। উদয়নের চরিত্রে বীরত্ব, নৈতিকতা, প্রেম ও মানবিকতার মেলবন্ধন ঘটেছে । নাট্যতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এক বহুমাত্রিক ও পরিপূর্ণ চরিত্র উদয়ন । উদয়নের মধ্যে ধীরললিত ও ধীরোদাত্ত নায়কের গুণসমূহের সমন্বয় তাকে অভূতপূর্ব নায়কে পরিণত করে। ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটক সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। নায়ক উদয়ন চরিত্র স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটককে এক পরিপূর্ণ রূপ দেয়। নায়ক উদয়ন কেবলমাত্র নাটকীয় চরিত্র নয় বরং সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এক চিরন্তন আদর্শ।

References -

বন্দোপাধ্যায়, শান্তি, স্বপ্নবাসবদত্তম্, কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১১ বঙ্গাব্দ।

বন্দোপাধ্যায়, ড. সুরেশচন্দ্র, ভরত নাট্যশাস্ত্র, কলিকাতা নবপত্র প্রকাশন, ২০২১।

আচার্য ড. সীতানাথ, এবং দাস ড. দেবকুমার, দশরূপক, কলিকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬।

মুখোপাধ্যায়, ড. বিমলাকান্ত, সাহিত্যদর্পণঃ, কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩।

বন্দোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫।

বসু, ড. অনিলচন্দ্র, দশরূপক, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৮।

Khanra, Subrata. সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বর্ণপ্রথা, SUSAMA : Multidisciplinary Research Journal, Vol. 1, Issue – 3, 2025.

पादटिप्पन्यः-

1. নাট্যশাস্ত্র ১/১১৬
2. দশরূপক প্রথম প্রকাশ
3. দশরূপক ২/১
4. দশরূপক ২/২
5. স্বপ্নবাসবদত্তম্ ৪/৯
6. নাট্যশাস্ত্র ৩৪/১৮
7. নাট্যশাস্ত্র ৩৪/১৯
8. দশরূপক ২/৩
9. দশরূপক ২/৪
10. দশরূপক ২/৫
11. স্বপ্নবাসবদত্তম্ প্রথম অঙ্ক
12. স্বপ্নবাসবদত্তম্ প্রথম অঙ্ক
13. স্বপ্নবাসবদত্তম্ ১/১৩